ফেসবুক মন্তব্যের জেরে ছাত্রদল নেতাকে বাসায় পিটালেন ছাত্রলীগ নেতা

ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের বিশ্বনাথে ফেসবুকে মন্তব্য করার জেরে এক ছাত্রদল নেতাকে বাসায় গিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠেছে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের এক নেতার বিরুদ্ধে।

বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বিশ্বনাথ পৌর শহরের টিএনটি রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত আবদুল মজিদ বকুল বিশ্বনাথ পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। অভিযুক্ত শামীম আহমদ বিশ্বনাথ উপজেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, শামীম আহমদের ফেসবুক আইডিতে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের নিয়ে বিরূপ পোস্ট দেওয়া হয়। ওই পোস্টগুলোর কমেন্টে পাল্টা মন্তব্য করেন বকুল। এর জের ধরে বুধবার সন্ধ্যায় বকুলের বাসায় গিয়ে তাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

পরে আহত বকুলকে প্রথমে বিশ্বনাথ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। অবস্থার উন্নত চিকিৎসার জন্য সেখান থেকে তাকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

LENS ASIA

স্থানীয় সূত্রের ভাষ্য, বকুলকে মারধরের পর শামীম বিশ্বনাথ উপজেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিবের বাসায় আশ্রয় নেন। সেখানে তাকে ধরতে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা জড়ো হলে শামীম সেখান থেকে পালিয়ে যান। পরে পুলিশ হাবিবুর রহমান হাবিব ও উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলামকে আটক করে।

তবে পুলিশ জানিয়েছে, ছাত্রদল নেতাকে মারধরের ঘটনায় কাউকে আটক করা হয়নি। এ ঘটনায় থানায় কোনো লিখিত অভিযোগও জমা পড়েনি।

বিশ্বনাথ থানার ওসি গাজী মাহবুবুর রহমান বলেন, ঘটনাটি সম্পর্কে পুলিশ জানতে পেরেছে। শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত কেউ থানায় অভিযোগ করেননি। তবে বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

হাবিব ও কামরুলকে আটকের বিষয়ে ওসি বলেন, ছাত্রদল নেতাকে মারধরের ঘটনায় তাদের আটক করা হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে আগে থেকেই নিয়মিত মামলা ছিল। ওই মামলায় বুধবার রাতে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং বৃহস্পতিবার আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিশ্বনাথ পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক ফখরুল ইসলাম রেজা অভিযোগ করেন, শামীমের ফেসবুক পোস্টে মন্তব্য করার কারণে বকুলের বাসায় গিয়ে তাকে মারধর করা হয়েছে। খবর পেয়ে নেতাকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন। ঘটনায় শামীমকে গ্রেপ্তারে ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।